মাসিক কম্পিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এস এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক — গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক — মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক — মোহাম্মদ আব্দুল হক
কারিগরি সম্পাদক — মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক — নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী — সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি — ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ — আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা — কানাডা
ড. এস মাহমুদ — ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান — জাপান
এস. ব্যানার্জী — ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা — সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ — মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ — বিদেশী ম্যাগাজিন অবলম্বনে
ওয়েব মাস্টার — মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
সম্পাদনা সহকারী — মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা — মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক — সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক — শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪, ৯৬১৩০১৬,
০১৭১১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Editor — Golap Monir
Associate Editor — Main Uddin Mahmood
Assistant Editor — Mohammad Abdul Haque
Technical Editor — Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent — Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

ev‡RU I Z_¨cÖhyw³ LvZ

বাজেট যত সুষ্ঠু হবে, দেশের অর্থনীতি সে মাত্রায়ই এগিয়ে যাবে। আর একটি সুষ্ঠু বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য করণীয় হচ্ছে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ শেষে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা। সার্বিকভাবে এ কাজটি খুব একটা সহজ কাজ নয়। সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজনেরাই শুধু সাফল্যের সাথে করতে পারেন। এ ধরনের পর্যালোচনা শেষে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার মতো মেধা ও মননের অধিকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব আমাদের নেই, তেমনটি বলা ঠিক নয়। বরং বলা উচিত, তাদের জন্য স্বাধীনভাবে সে কাজটি করার মতো উপযুক্ত পরিবেশ দেশে খুবই অভাব। কারণ, বাজেট পরিকল্পনায় বাস্তবতা অনুধাবনের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টিই আমাদের দেশের নেতানেত্রীদের মাথায় সবচেয়ে বেশি কাজ করে। ফলে বাজেট প্রণয়নে রাজনৈতিক প্রভাব এখানে প্রবল। এর ফলে অর্থনীতিবিদদের বাস্তব চিন্তাধারা বাজেট প্রণয়নে এসে এলোমেলো হয়ে যায়। ফলে বাজেট প্রণয়নের বিষয়টি সুষ্ঠুতা হারিয়ে ফেলে। অনেক অবাস্তব রাজনৈতিক প্রকল্প এসে ভিড় জমায় আমাদের জাতীয় বাজেটে। তা ছাড়া সার্বিক বাজেট বাস্তবায়ন সফল হতে পারে না।

সে যা-ই হোক, বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের জাতীয় জীবনে তথ্যপ্রযুক্তি খাত একটি অগ্রাধিকার খাত। বিশেষ করে যখন আমরা দেশকে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুধু বক্তৃতা-বিবৃতিতে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার বিষয়টি সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বাজেট বরাদ্দে এর প্রতিফলন থাকা চাই। দুর্ভাগ্য, এ পর্যন্ত আমাদের এ বাজেটে সে চাওয়াটি কখনই পাওয়া হয়ে উঠতে পারছে না। জাতীয় আইসিটি নীতিতে যে বাজেট বরাদ্দের অঙ্গীকার রয়েছে, বাজেট বরাদ্দ বাস্তবে এর ধারেকাছেও যেতে পারে না। আবার তথ্যপ্রযুক্তি খাতের নানা উপখাতে যেসব বরাদ্দ দেয়া হয়, সে বরাদ্দও যথাযথভাবে ব্যয় হয় না। আবার অতি প্রয়োজনীয় অনেক প্রকল্প বছরের পর বছর ধরে অবাস্তবায়িত থেকে যায় বাজেটে অর্থ বরাদ্দের অভাবে। আছে অযৌক্তিক ও অপরিকল্পিত করারোপ। উপেক্ষিত থাকে এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সুপারিশও। ফলে আমরা আজ পর্যন্ত এমন বাজেট পাইনি, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজটিকে নির্বিঘ্ন করতে পারি।

এ দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী বেশ কয়েকটি অ্যাপেক্স বডি বা শীর্ষ সংগঠন রয়েছে। বিসিএস, বেসিস, আইএসপিএবি, অ্যামটব এগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আসন্ন বাজেটকে সামনে রেখে এসব সংগঠন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ রেখেছে। বিসিএস আসন্ন বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ৭০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ চেয়েছে। বিসিএস চায় এই বাজেটে প্রযুক্তি ও সেবাপণ্যের গবেষণা, উন্নয়ন ও বিপণন এবং দেশের সব স্কুলে কমপিউটার ল্যাব তৈরির ব্যবস্থা যেনো এ বাজেটে থাকে। তা ছাড়া ভ্যাট ও কর সংস্কারের কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ এসেছে বিসিএসের পক্ষ থেকে। আইএসপিএবি ইন্টারনেটের ওপর থেকে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। সিম কর প্রত্যাহারের সুপারিশ এসেছে মোবাইল ফোন অপারেটরদের সংগঠন অ্যামটব থেকে। বিসিএস, বেসিস, আইএসপিএবি দীর্ঘদিন ধরেই ইন্টারনেটের ওপর থেকে ভ্যাট কমানোর দাবি করে আসছে। এভাবে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন সংগঠন সুনির্দিষ্ট বেশ কিছু সুপারিশের কথা জানিয়েছে।

আমরা মনে করি, আসন্ন বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ সুপারিশ সুবিবেচনার দাবি রাখে। তা ছাড়া আমরা এও আশা করি, অতীতের মতো এবারের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বাজেট অযৌক্তিক কোনো উপেক্ষার শিকার হবে না। বরং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট হবে তথ্যপ্রযুক্তি খাতবান্ধব একটি স্মরণীয় বাজেট।

লেখক সম্পাদক
● প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম ● সৈয়দ হাসান মাহমুদ ● সৈয়দ হোসেন মাহমুদ ● মো: আবদুল ওয়াজেদ